দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 1 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শিক্ষাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বর্তমান সরকার সর্বক্ষেত্রে দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গতকাল বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। খবর বাসস'র। তিনি শিক্ষার সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সেশন জটের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম শামসুল হক এবং বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান বক্তৃতা করেন।

সমাবর্তনে বুয়েটের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া ১৯৭৬ সালের পর পাস করা মোট ৩ হাজার ১শ' ৮৫ জন স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডিধারীকে সনদ প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাকে অগ্রগতির মাপকাঠি হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করতে চাইলে আমাদেরকে শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবার জন্যই হবে শিক্ষা।

প্রধানমন্ত্রী জানান, চলতি বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষাকে গণতান্ত্রিকায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

শিক্ষা খাতে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে, পল্লী এলাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে, মেধা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেশের উন্নয়নে যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগের

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, প্রযুক্তিই সমৃদ্ধি, প্রযুক্তিই অগ্রগতি। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেন। কিন্তু স্বৈরশাসক সেই নীতি বাতিল করে এবং মন্ত্রণালয়কে একটি বিভাগে পরিণত করে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৯৭২ সালে থাইল্যাণ্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা আমাদের থেকে খুব ভাল ছিল না। কিন্তু তারা আজ প্রভূত উন্নতি সাধান করেছে।

তিনি জানান, কাঙ্ক্ষিত কৃষি ও শিল্প বিপ্লবকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে গবেষণা এবং প্রযুক্তি বিকাশের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় উন্নয়নে গ্রাজুয়েটদের স্বীয় মেধা শক্তির স্বাক্ষর রাখার আহবান জানান।

তিনি বলেন, একজন প্রকৌশলী তৈরী করতে সরকারকে ৪০ হাজারেরও অধিক টাকা ব্যয় করতে হয়। তিনি বলেন, জনগণ যথেষ্ট দিয়েছে। এখন দেশ ও জনগণের জন্য তাদেরই দেয়ার পালা।

সেশন জটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে মেধার পাচার হচ্ছে।

প্রফেসর শামসুল হক তার বক্তৃতায় বলেন, দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ লোক অশিক্ষিত। এরূপ বিপুল সংখ্যক লোককে অশিক্ষিত রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রফেসর এম শাহজাহান জানান, বুয়েট পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ প্রকৌশল নামে একটি নয়া বিভাগ খুলতে যাচ্ছে।

এর আগে প্রধানমন্তরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে পৌছুলে বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর ও বিভিন্ন অনুষদের ডীনগণ তাকে অভ্যর্থনা জানান।

বেগম জিয়া ঐতিহ্যবাহী সমাবর্তন পোশাক পরিধান করে শিক্ষকবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠান স্থলে যান।